Date of Publication : 1st January, 2013

Price : Rs. 2

VOL-2, Issue 10
For circulation to Subscribers only

Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012
RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০১৩ | পৌষ-মাঘ

নববর্ষ ২০১৩ এবং
১৮৩ তম মাঘোৎসব ১৪১৯
আপনার জীবনে নিত্য আসুক
আনন্দ, প্রীতি, সুখ ও শান্তি।
ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ২
স্মরণিকা	— ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৩
২০১৩ ফেব্রুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৩
শোক সংবাদ	— ৩
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৫
An Announcement	— ৫
মাঘোৎসবের আহ্বান	— ৬
১৮৩ তম মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানসূচী	— ৭
১৮৩ তম মাঘোৎসবের সূচনা	— ৮
বিজ্ঞপ্তি	— ৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	— ৯

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

যে যখনই ভালো করে, সারাদিনরাত তাই নিয়েই ভাবে। ঈশ্বর সান্নিধ্যে সেই চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে তা শ্রেষ্ঠ হয়। এর উপায় হল তাঁর করুণার উপর নির্ভর করা ও প্রার্থনা করা। বর্তমানে সব সার্থকতায় তাই দেখি। পৃথিবীতে চিরন্তন কালের এই নিয়ম। আলস্য আমাদের প্রভাবিত করে বা কখনও লোভ আসে। আলস্যের তাড়নায় অনেক কাজ বাকি থাকে। সেই সময় ঈশ্বর সান্নিধ্যের চেষ্টা করলে, মনের জোর আসে, আবার সাধনার শুরু হয়। কখনও কেউ যেন থেমে না থাকে। এই যথেষ্ট আর চেষ্টার প্রয়োজন নেই। এই ভাবনাতেই একঘেয়েমি এসে মনকে কাহিল করে দেয়। যদি ভাবি এখন ঈশ্বরের কাজ এইটুকু করলাম, এরপরেই আবার এখনই এর দ্বিগুন কাজ করবো। এইভাবে এগোলেই সার্থকতা আসবেই। এইভাবে সাধনার কোন শেষ নেই।

মনে রাখতে হবে যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আসে নিশ্চেষ্টতা থেকে। ঈশ্বর নির্ভরতায় আত্মবিশ্বাস আসবেই আসবে। আমার চেষ্টার ত্রুটি হলে তিনি খুব দুঃখ পান। সর্বদা তিনি শক্তি দিয়েই রেখেছেন। তাঁর কাজ তিনি করাচ্ছেন, অতএব তাঁর ওপর নির্ভরতায় শক্তি পাবোই। আরেকবার আকুল হয়ে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা শেষ করার আগেই তিনি শক্তির সঞ্চার করেন। শুধু মনে রাখতে হবে আমরা কেই নই, শুধু নিমিত্তমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান রূপে আমাদের অন্তরে শুভ চিন্তা ও শক্তি দিচ্ছেন। প্রতিমুহূর্তে এই নির্ভরতা থাকলে আর কখনই কোন কাজে ভয় থাকে না। এই হল নির্ভরতার শক্তি। মাঝে মাঝেই মনে হয় মহাপুরুষগণ অসাধ্য সাধন করেছেন, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি লাভ করে পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু এঁরাই প্রত্যেক মানুষের কাছে আশ্বাসের বাণী শুনিয়েই গেছেন "আমি যা পেরেছি তোমরা সবাই তাই পারবে। এবার একটি প্রশ্ন থাকে। তাঁরা কি মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন? তাদের তো তাহলে সব কথাই

মিথ্যা। কিন্তু তারা যা বলেছেন তা চিরন্তন কালের জন্য সত্য। তাই তাদের কথায় এইটাই প্রমাণ হয় যে ঈশ্বর সকল মানুষকেই শক্তি দিয়েছেন। আমরা নানাবিধ দুর্বলতা বশত সেই শক্তির অনুসন্ধান করার চেষ্টাই করিনা, কল্যাণমূলক যেকাজ ভাল লাগে সেই কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়লে আমরাই অবাক হব যে কি করে এই কাজ করছি। এর একমাত্র কারণ যে ঈশ্বর খুশী হয়ে সার্থকতা এনে দেন। আমাদের অন্তরে প্রতিমুহূর্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে কি আছি? নির্ভরতার কি অভাব? অহং ভাব কি আসছে? দুর্বলতাকে কি প্রশ্রয় দিচ্ছি? যে মুহূর্তে ধরে পড়ব বুঝবো ঈশ্বর ধরেছেন। এবার সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে সেই বাধার আগাছাকে। যা সত্যরূপ, প্রেমরূপ, মঙ্গলরূপে চারা হয়ে মনের সুকোমল প্রবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করে জীবনকে সতেজ করার চেষ্টা করছে তা যেন মনের উদারতা, বিশ্বাস, নির্ভরতার আলো, বাতাস জলের সাহায্যে বেড়ে ওঠে।

মনে রাখতে হবে প্রার্থনায় এই সব প্রবৃত্তি ফুলের মত ফুটে ওঠে। প্রকৃতির ফুল ফোটে আবার ঝরে যায়। কিন্তু অন্তরের এই সুকোমল প্রবৃত্তির ফুল কখনও তো ঝরেই না বরং ইহকালে অনন্তকালে তা উত্তোরত্তর আরও সৌরভে, সৌন্দর্যে অন্তরকে অসীম আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আমরা স্বীকার করবই যে এই হল সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের অপার মহিমা।

তাই মাঘোৎসব আসুক জাগরণের বার্তা নিয়ে - মহাপুরষগণের আশ্বাস ও তাঁদের বাণী স্মরণে রেখে পরমনির্ভরতায় সেই উৎসব দেবতার কাছে প্রার্থনা করে বলবো জীবনে আনো নব যুগ, তোমার আনন্দে ভরা এই উৎসব আমাদের প্রাণকে সতেজ করে তুলুক নববর্ষার জলধারার মত। পৃথিবীকে তুমি শ্রাবণের বর্ষায় যেমন করে রাঙিয়ে দাও তেমনি এই উৎসব আমাদের জীবন পুষ্পগুলিকে তুমি তোমার ইচ্ছায় নতুন সৌরভে সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত কর। শুধু আবদার করি তোমার কাছে আমাদের তোমার প্রিয় করে তোলার জন্য অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা যেন স্তব্ধ না হয়। অন্তরে বইয়ে দাও প্রার্থনার ধারা। ভুলে গেলে এই উৎসবকে স্মরণ করিয়ে দিও তোমার কাছে কথা দিয়েছি দিবারাত্র শ্বাসেপ্রশ্বাসে প্রার্থনা করবই, এই অঙ্গীকার মিথ্যা যেন না হয়। আমাদের যোগযুক্ত করা তোমার সঙ্গে এই অবিরাম প্রার্থনায়। নব যুগ এনে দাও আমাদের জীবনেএই উৎসবেই। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের জীবন যেন মুখর হয়ে ওঠে, তোমার দেওয়া প্রাণ ভরা ভালবাসা ও গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে।

প্রার্থনা করি তোমার কাছে — "তোমার সেবায় তোমার পূজায় থাকব চিরদিনের তরে,
হৃদয়মাঝে দেখে তোমায় ভাসব আনন্দনীরে"।।

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

আমার দেখা
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের একনিষ্ঠ সেবক সুধীরচন্দ্র অনেকের নিকট তাঁহার ঘরোয়া নাম কোটী, কোটীদা বা কোটীবাবু বলিয়া পরিচিত। ভবানীপুর অঞ্চলের অতি প্রাচীন ব্রাহ্ম দুএকজন ছাড়া আর কেউ এই নামে আর ডাকিবার নাই।

পিতৃপরিচয় — তাঁহার পিতৃদেব প্রয়াত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি মনে প্রাণে তরুণ বয়স হইতেই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী ছিলেন। পুত্র সুধীরচন্দ্রের কথায় - তাঁহার পিতা যথাসময়ে উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে আসিয়া তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। তাঁহার গলায় কখনও পৈতা দেখা যায়নি।

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্রের উপবীত ধারণের সময় পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। কারণ গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনের মনে ব্যাথা দিতে তাঁহার মন সায় দেয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্রের উপবীত নেওয়ার সময় তিনি সকল আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ, ভীতিপ্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া আচার্য

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সুতরাং সুধীরচন্দ্রের উপবীত গ্রহণের প্রশ্ন আসিতে পারে না। এই সময় হইতেই পরিবারের সকলেই স্বভাবতই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

— শ্রীশরদিন্দুমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা জানুয়ারী (১৮৯৪)	—	বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১১৯তম জন্মদিবস।
১লা জানুয়ারী (১৯৭৪)	—	আচার্য সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৩৯তম তিরোধান দিবস।
৮ই জানুয়ারী (১৮৮৪)	—	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ১২৯তম তিরোধান দিবস।
১২ই জানুয়ারী (১৮৬২)	—	স্বামী বিবেকানন্দের ১৫১তম জন্মদিবস।
২৩শে জানুয়ারী (১৮৯৭)	—	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৬তম জন্মদিবস।
৩০শে জানুয়ারী (১৯৪৮)	—	মহাত্মা গান্ধীর ৬৫তম তিরোধান দিবস।
৩১শে জানুয়ারী (১৮৪৭)	—	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ১৬৬তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১৩ জানুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৬ই জানুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	আচার্য সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রুবী মজুমদার
রবিবার ১৩ই জানুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

২০১৩ ফেব্রুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	-	ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রুবী মজুমদার
রবিবার ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ১৪ই নভেম্বর ২০১২ প্রয়াত হরিদাস তালুকদার ও প্রয়াতা সুষমা তালুকদারের কন্যা, প্রয়াত নিরঞ্জন চ্যাটার্জীর পত্নী এবং শ্রীমতী অনুরাধা ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জীর মাতা শ্রীমতী মঞ্জু চ্যাটার্জী ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৫শে নভেম্বর ২০১২ প্রয়াত নীরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী ও শ্রীমতী অঞ্জলি লাহিড়ীর পুত্র শ্রীরাহুল লাহিড়ী ৫৩ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৯ই ডিসেম্বর ২০১২ প্রয়াত অতুলচন্দ্র বাগচী ও প্রয়াতা বিধুসুধা বাগচীর কন্যা, প্রয়াতা অশোক চৌধুরীর পত্নী ও শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জীর মাতা **শ্রীমতী বিনীতা চৌধুরী** ৮৪ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর ২০১২ প্রয়াত অতুলচন্দ্র বাগচী ও প্রয়াতা বিধুসুধা বাগচীর কন্যা, শ্রীনীতিন্দ্রনাথ সেনের পত্নী এবং চিরঞ্জয় সেনের মাতা **শ্রীমতী গায়ত্রী সেন** ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর ২০১২ প্রয়াত অজয় সরকার ও প্রয়াতা তারা সরকারের কন্যা প্রয়াত প্রদীপ গাঙ্গুলীর পত্নী এবং শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রিয়দর্শী গাঙ্গুলীর মাতা **শ্রীমতী সংযুক্তা গাঙ্গুলী** ৬৪ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার সকাল দশটায় প্রয়াতা বিনীতা চৌধুরী ও প্রয়াতা গায়ত্রী সেনের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাশগুপ্ত, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, অনুরাধা বসু, দেবাশিস বসু, সুমন মজুমদার। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী (কন্যা), শ্রীবুধাদিত্য চ্যাটার্জী (নাতি), শ্রীচিরঞ্জয় সেন (পুত্র-গায়ত্রী সেন)

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত সংযুক্তা গাঙ্গুলীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী জয়শ্রী দাস, মনীষা সিংহ, অলকা দত্ত, নয়নিকা মজুমদার, সুনীতা সেন যাদব, মধুমিতা মজুমদার, যশোপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, সোমজিৎ দত্ত, শুভজিৎ দত্ত। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন পুত্র শ্রীপ্রিয়দর্শী গঙ্গুলী, ভাগিনেয় শ্রীসোমজিৎ দত্ত, ভগিনী শ্রীমতী সুমিত্রা পদ্মনাভন, পুত্রসম পারিবারিক বন্ধু শ্রীশুভম্ দত্ত, প্রতিবেশী শ্রীরথীন বাসু রায়, স্কুলের বন্ধু শ্রীমতী ভারতী বিশ্বাস

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত ডিসেম্বর ২০১২, সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী আচার্য লাবণ্যপ্রভা দাস, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী প্রথম ও তৃতীয় রবিবার আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী রুবী মজুমদার এবং তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত।

নবান্ন উৎসব ২০১২ ঃ

বিগত ৯ই ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার সন্ধ্যায় নবান্ন - পুষ্পে - ফলে - ফুলে সজ্জিত সমাজ মন্দিরে ঈশ্বরের অপরিসীম দান স্বীকার স্বরূপ কৃতজ্ঞতার ডালি নিবেদন করেন আচার্য্য ডঃ সুনন্দা রায়চৌধুরী (রাখী) এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী / শ্রীমতী অঞ্জনা গুহ, মধুশ্রী ব্যানার্জী, রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলী সেনগুপ্ত, অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, খুকু রায়, মৌসুমী চ্যাটার্জী, কস্তুরী চক্রবর্তী, রীতা চক্রবর্তী, অনুরমা ভট্টাচার্য, মৃদুলা ব্যানার্জী, সুস্মিতা নাথ, রত্না মুখার্জী, শ্রীচন্দ্রা ব্যানার্জী, জয়শ্রী ব্যানার্জী, চন্দ্রা গুপ্ত, করবী মুখার্জী, বিজয়লক্ষ্মী দাস, মনিদীপা ভট্টাচার্য, শর্মিলা দে, উজ্জ্বল ব্যানার্জী, মলয় দাস, অভীক ঘোষ, অমল ভট্টাচার্য, অবন সাহা, সন্দীপন দত্ত।

মন্দিরে সজ্জিত চাল ও গুড় প্রথা অনুযায়ী আচার্যকে ও অন্যান্য শাক - সব্জী ও ঋতুর বিভিন্ন তরকারী ও ফসল ব্রাহ্মসমাজ মহিলাভবনের সেবায় প্রদত্ত হয়। কমলালেবু নৈশ বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রদান করা হয়। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

খ্রীষ্ট জন্মোৎসব ২০১২ ঃ

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার সন্ধ্যায় মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টর স্মরণ অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত।

বর্ষবিদায় (২০১১) ও নববর্ষ (২০১২) আবাহন ঃ

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার সন্ধ্যায় ২০১২ বর্ষবিদায় ও ২০১৩ নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মাধবী তালুকদার।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ *সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure)* **দান ঃ** শ্রীমতী কোয়েলী দেব — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৮৮৩); শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায় — ১০,০০০ টাকা (র/নং ২৮৮৪); শ্রীপ্রবীর ধর — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৮৫); শ্রীসমীর রাও —২০০০ টাকা (র/নং ২৮৯১); শ্রীপ্রবীর ধর — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৯২)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ ডাঃ অরিজিৎ কুণ্ডু (প্রয়াতা নমিতা বাগচীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৭৯); ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর (প্রয়াতা বিনীতা চৌধুরী ও প্রয়াতা গায়ত্রী সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৮৮); শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী (প্রয়াতা সংযুক্তা গাঙ্গুলীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে)— ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৯০)।

লাইব্রেরী ফণ্ড ঃ শ্রীমতী অর্পিতা গুহঠাকুরতা— ২০০০ টাকা (র/নং ২৮৮৬)।

আনন্দমেলা (২০১২) ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মমতা দাসগুপ্ত (চা বিক্রয় বাবদ) — ১৫০০ টাকা (র/নং ২৮৮৭)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীঅভিজিৎ দেব, শ্রীইন্দ্রজিৎ দেব, শ্রীসুরজিৎ দেব ও শ্রীমতী নন্দিনী দাস (প্রয়াত মাতা ইলু দেবের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে) — ৩০০ টাকা (র/নং ২৪৬); শ্রীরঞ্জন গুপ্ত — ২০০০ টাকা (র/নং ২৪৭)।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী চন্দ্রা গুপ্ত ও শ্রীসম্রাট গুপ্ত — ৮০০ টাকা (র/নং ২২১);শ্রীঅতীশরঞ্জন ব্যানার্জী ও শ্রীমতী সুস্মিতা ব্যানার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৩০); শ্রীমতী অনুরাধা ভট্টাচার্য্য (প্রয়াতা মাতা মঞ্জু চ্যাটার্জীর স্মৃতিতে) —৫০০০ টাকা (র/নং ২২৯)।

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

AN ANNOUNCEMENT

When the management of M/s. King & Co., Homoeopathic Chemists, changed hands, the supply of free medicines stopped from June, 2012 and we had to purchase medicines from outside. The Secretaries of Brahmo Sammilan Samaj and Brahmo Charitable Homoeopathic Hospital alongwith some members, met the new CEO of M/s. King & Co. Mr. Rishi Bhardwaj, on 14th September, 2012. He was briefed about our Dispensary (Hospital) and the Samaj and that the Dispensary was a non-profit charitable organisation of the Samaj run purely on donations. He agreed to resume the free supply of medicines and the first consignment was received in October 2012. Mr. Bhardwaj was invited to visit our Samaj and Dispensary which he did, along with his wife on the occasion of Nabanna Utsav on 9th December 2012. He was impressed and promised free medicines as and when we put in our requirements.

However, the B.C.H.H. is in dire need of funds and members and well wishers are requested to donate freely in order to run the dispensary smoothly.

Secretary,
Brahmo Charitable Homoeopathic Hospital

15.12.2012

—ঃ ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ ঃ—

১-এ ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২০

১৮৩ তম মাঘোৎসব ১৪১৯ (২০১৩)

।। মাঘোৎসবের আহ্বান ।।

"উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্মরাজ
করেন বিরাজ, রাজসিংহাসনে—
মরি কী সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।"

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

প্রিয় ভ্রাতা/ভগিনী,

বৎসরান্তে আবার আহ্বান এসেছে উৎসবাধিপতির দরবারে ভ্রাতাভগ্নী সকলে মিলে আনন্দযজ্ঞে সামিল হবার জন্য। সারাটি বছর ধরে কত সুখে-অসুখে পথে-বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। আজ আকুলিত ভক্ত হৃদয়গুলি কণ্ঠ ভরে তাঁর নামগান গাইবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। আমাদের মোহে অচেতন তমসাবৃত প্রাণগুলিতে সেই পুরানো মধুর বাণী বেজে উঠেছে — তাই ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধুজনে মিলে ছুটে এসেছি সেই দয়ালনামখানিকে সম্বল করে প্রেমানন্দরসধারায় অবগাহন করার জন্য। কিন্তু দেবতাকে নিবেদন করার মত কিছুই তো নেই আমাদের! তাই রিক্ত চিত্তগুলিকে, সাধন ভজনহীন জীবনগুলিকেই তাঁর চরণে ভক্তি উপহাররূপে সাজিয়ে দেবো। দেবতার আশীর্বাদ লাভ ক'রে আমাদের মৃতপ্রায় জীবনগুলি নূতন করে জেগে উঠুক - অমৃতরসধারায় অবগাহন করুক। এই হোক আমাদের উৎসবের মূল মন্ত্র।

"মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী,
গগনে ধ্বনিবে 'নাথ, নাথ, বন্ধু বন্ধু বন্ধু"।।

বিনীত,

সঞ্জীব মুখার্জি, স্থায়ী আচার্য
প্রসাদরঞ্জন রায়, সভাপতি
প্রসূন গাঙ্গুলী , সম্পাদক
অনিরুদ্ধ রক্ষিত কোষাধ্যক্ষ
ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ (১লা ডিসেম্বর ২০১২)

চন্দ্রা বসু রীতা বিশ্বাস শ্যামলী দাসগুপ্ত
ব্রততী বসু মিতালী গাঙ্গুলী মমতা দাসগুপ্ত
শ্রীলতা গুপ্ত অঞ্জলি সেন প্রদীপ্ত রায়
যুগ্ম-সম্পাদকবর্গ
১৮৩ তম মাঘোৎসব কমিটি, ২০১৩

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১এ ডঃ রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর

১৮৩ তম মাঘোৎসব - ১৪১৯ (২০১৩)

।। অনুষ্ঠান সূচী ।।

বুধবার ২রা মাঘ ঃ ১৬ই জানুয়ারী, ২০১৩

।। মাঘোৎসবের উদ্বোধন ।।

।। রাজর্ষি রামমোহন ও পূর্বাচার্য স্মরণ।।

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা ঃ ব্রহ্মোপাসনা

আচার্য ঃ ডঃ মধুশ্রী ঘোষ

সঙ্গীত ঃ শ্রীদেবাশীষ রায়

শুক্রবার ৪ঠা মাঘ ঃ ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৩

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা ঃ **শ্রদ্ধায় স্মরণ**

প্রার্থনা ঃ শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

সঙ্গীত ঃ শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা

সভাপতি ঃ ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর

স্মরণ ঃ বক্তা

রাজনারায়ণ বসু ঃ ডঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য (অধিকর্তা - ইন্‌স্টিটিউট্ অফ সোস্যাল এণ্ড কাল্‌চারাল ষ্টাডীজ্)

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ঃ শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায়

শনিবার ৫ই মাঘ ঃ ১৯শে জানুয়ারী, ২০১৩

অপরাহ্ন ৪-৩০ টাঃ **বালক বালিকা সম্মেলন**

প্রার্থনা ঃ শ্রীমান রঙ্গন দাশগুপ্ত

সুকুমার রায়ের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ নৃত্য-গীত-আবৃত্তি (১২ বছর বয়স পর্যন্ত)

রবিবার ৬ই মাঘ ঃ ২০শে জানুয়ারী, ২০১৩

"সম্মিলিত যুব উৎসব"

(ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের উদ্যোগে)

স্থান ঃ ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

সকাল ৯-০০ টা ঃ বৈতালিক

৯-৩০টা ঃ ব্রহ্মোপাসনা

আচার্য ঃ শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

সঙ্গীত ঃ যুবজন

পরিচালনা ঃ শ্রীউজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা সভা ঃ একবিংশ শতকে ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা

সভাপতি ঃ শ্রীরবিরঞ্জন সেন

আমন্ত্রিত ঃ ডঃ গৌতম নিয়োগী, শ্রীছন্দক সেনগুপ্ত, শ্রীঅমিত দাস,

।। মহর্ষি দিবস ।।

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা ঃ **শ্রদ্ধাঞ্জলি**

প্রার্থনা ঃ শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ শ্রীঅরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিবেশ স্থাপত্যবিদ্, লেখক-শিল্পী ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ)

সঙ্গীত ঃ শ্রীমতী অনুরাধা বসু

মঙ্গলবার, ৮ই মাঘ ঃ ২২শে জানুয়ারী, ২০১৩

অপরাহ্ন ৪-৩০ টাঃ নৈশ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব ও পারিতোষিক বিতরণ

প্রার্থনা ও সঙ্গীত ঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

সভাপতি ঃ ডঃ শ্যামলী দাসগুপ্ত

বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

বুধবার, ৯ই মাঘ ঃ ২৩শে জানুয়ারী, ২০১৩

সন্ধ্যা ৬-৩০টা ঃ বক্তৃতা সভা

বিষয় ঃ **বেদান্ত দর্শন ও ঈশ্বরকণা (হিগ্‌স্-বোসন তত্ত্ব)**

সভাপতি ঃ শ্রীপ্রসাদরঞ্জন রায়,

প্রার্থনা ঃ ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর

বক্তা ঃ ঈশ্বরকণা-অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস মজুমদার, গবেষক, মহাজাগতিক কণাপদার্থবিদ্যা (সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)

বেদান্তদর্শন-ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর (অবসর প্রাপ্ত রিডার, দর্শন বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সঙ্গীত : শ্রীদেবাশিস রায়চৌধুরী
শ্রীমতী রোহিনী রায়চৌধুরী

বৃহস্পতিবার, ১০ই মাঘ : ২৪শে জানুয়ারী, ২০১৩

।। ১১ই মাঘের প্রস্তুতি ।।

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা : **ব্রহ্মসঙ্গীতানুষ্ঠান**
বিশেষ প্রার্থনা : শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত : শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিক
শ্রীমতী নীলাঞ্জনা সরকার
শ্রীদেবাশিস রায়চৌধুরী

শুক্রবার, ১১ই মাঘ : ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৩

।। ১৮৩ তম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস ।।

সকাল ৮-৩০ টা : **ব্রহ্মোপাসনা**
আচার্য : শ্রীপ্রণব রায়
সঙ্গীত : ভক্তজন
পরিচালনা : শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত

জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে সম্মিলিত মাঘোৎসব

সন্ধ্যা ৫-৩০টা : **উপাসনা ও সঙ্গীত**
পর্যায় : আচার্য
উদ্বোধন : শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
(ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ)
স্বাধ্যায় : শ্রীমতী সুরশ্রী দাস
(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির)
নিবেদন ও প্রার্থনা : শ্রীরাজকুমার বর্মণ
(সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ)
সঙ্গীত : বৈতানিক শিল্পী-গোষ্ঠী

সন্ধ্যা ৬-৩০টা : **নবীন শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান**
প্রার্থনা : শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সঙ্গীত : শ্রীমতী প্রিয়াঙ্গী লাহিড়ী,
শ্রীমতী ঋতশ্রী ভট্টাচার্য্য
শ্রীঋষি ব্যানার্জী
শ্রীশৌনক চ্যাটার্জী

শনিবার, ১২ই মাঘ : ২৬শে জানুয়ারী, ২০১৩

সন্ধ্যা ৬-৩০টা : **"দেশের জন্য প্রার্থনা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত"**
প্রার্থনা : শ্রীমতী সুনন্দা (রাখী) রায়চৌধুরী
সঙ্গীত : **"ধৈবত"**
পরিচালনা : শ্রীশেখর গুপ্ত ও
শ্রীমতী অদিতি গুপ্ত

রবিবার, ১৩ই মাঘ : ২৭শে জানুয়ারী, ২০১৩

।। দিনব্যাপী উৎসব।।

সকাল ৮-০০ টা : **কীর্তন : শ্রীরাজকুমার বর্মন**
সকাল ৮-৩০ টা : বৈতালিক
সকাল ৯-০০ টা : **ব্রহ্মোপাসনা**
আচার্য : শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সঙ্গীত : যুবজন
পরিচালনা : শ্রীদেবাশিস বসু
সন্ধ্যা ৬-৩০টা : **"শান্তিবাচন"**
আচার্য : শ্রীরাজকুমার বর্ম্মণ
সঙ্গীত : সমবেত ভক্তমণ্ডলী
পরিচালনা : শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত

শনিবার, ১৯শে মাঘ : ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

।। আনন্দমেলা ।।

অপরাহ্ন ৪-৩০ টা : **মেলার উদ্বোধন**
উদ্বোধন : শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্ত

উৎসবে সর্বসাধারণের সাদর উপস্থিতি কামনা করি। কার্য-কারণে অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

—: ১৮৩ তম মাঘোৎসব ২০১৩ :—

।। সূচনা ।।

মাঘোৎসবের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন কল্পে বিভিন্ন উপ-সমিতির উৎসাহী সদস্যদের ও বিভিন্ন ভক্তবন্ধুদের এই সকল কাজে সাহায্যের জন্য সমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দুরভাষে (2464-9576 অথবা 98307 63928)

যোগাযোগ করলে সমাজ উপকৃত হবে। স্মারক-গ্রন্থ, বালক-বালিকা সম্মেলন, দিনব্যাপী উৎসব, অর্থ-সংগ্রহ, প্রেমান্ন ভোজ ও আনন্দমেলা ইত্যাদি বিভিন্ন উপ-সমিতির মাধ্যমে সাহায্যের প্রত্যাশা করি। স্মারক-গ্রন্থের জন্য প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞাপন, আনন্দ-মেলায় বানিজ্যিক বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে ও লোক সমাগমে সাহায্য করে এবং উৎসবের ক্রমবর্ধমান বিপুল ব্যয়ভার বহনের জন্য যথোপযুক্ত চাঁদা প্রদান বা সংগ্রহ করে সাহায্য করুন।

—।। বিজ্ঞপ্তি ।।—

১৮৩ তম মাঘোৎসবের দিনব্যাপী উৎসবে সঙ্গীতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক উৎসাহী গায়ক-গায়িকাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। সেই উদ্দেশ্যে উৎসাহী গায়ক-গায়িকাদের প্রতি আন্তরিক আবেদন, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নিঃসঙ্কোচে শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্তের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করেন। শ্রীমতী দাসগুপ্তের ঠিকানা 7-Y, Cornfield Road, Kolkata - 700 019 এবং দূরভাষ নম্বর ঃ 6540-3156, (92300 85309) সকলের প্রিয় মাঘোৎসবকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

—ঃ বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ—

১। শত-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ও স্মারক-খাম ঃ

সমাজের শত-বার্ষিকী উপলক্ষে একটি 'শত-বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করা হইয়াছে। বহু সুধীবৃন্দের প্রবন্ধ ইত্যাদি,রবীন্দ্র-রচনার ইংরাজী অনুবাদ সম্বলিত এই স্মরক-গ্রন্থ প্রশংসাধন্য ও নিজস্ব পাঠাগারে সংরক্ষণ ও প্রীতি-উপহার দিবার যোগ্য; মূল্য ২৫ টাকা। শত-বার্ষিকী স্মারক-খাম (Special Postal Cover) স্মারক-স্বরূপ সংগ্রহ ও প্রীতি-উপহার দিবার যোগ্য; মূল্য ৭ টাকা।

২। বালক-বালিকা সম্মেলন ঃ

বালক-বালিকা সম্মেলনে বিচিত্রানুষ্ঠানে (সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি) অংশ গ্রহণের জন্য ছোট্ট বন্ধুদের (১২ বছর বয়স পর্যন্ত) সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। ইচ্ছুক ও উৎসাহী ছোট্ট বন্ধুরা এখনই যোগাযোগ করো। এবারও কিন্তু অনেক মজার মজার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে ছোট বড় সকলের জন্য। সুতরাং তোমরা যোগদান না করলে বা উপস্থিত না হলে কিন্তু এই মজার সুযোগ হারাবে। এই সঙ্গে জানাই, ছোট্ট বন্ধুরা দুটি গান — 'ছোট্ট শিশু মোরা' আর 'আগুনের পরশমণি' বাড়িতে শিখে আসবে। সেদিন সকলের সঙ্গে তোমাদের গাইতে হবে।

আশাকরি এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে অভিভাবকরা সবরকমে আমাদের সাহায্য করবেন। নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। প্রীতি উপহার ও জলযোগে আনন্দানুষ্ঠানের সমাপ্তি।

৩। আনন্দ-মেলা ঃ

এই বৎসর সমাজে আয়োজিত "আনন্দ-মেলার" ৬১ তম উৎসব। উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী এই বৎসরও আনন্দ-মেলার বিশেষ আয়োজন করা হইতেছে। এই বিষয়ে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। নির্মল আনন্দলাভ ও পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এই আনন্দ-মেলা।

নবীন ও প্রবীনদের জন্য যথাযোগ্য খেলাধূলা, উপহার বিপণী (Gift Stall), সমাজ প্রকাশিত পুস্তক বিপনী ইত্যাদি এবং নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কারুশিল্পীদের নির্মিত নানাবিধ হস্তশিল্প ও দ্রব্যাদির আয়োজন থাকিবে।

ছোটদের প্রিয় উপহার-বিপণীতে (Gift Stall) বিক্রয়ের জন্য মনোহর দ্রব্যাদি অথবা অর্থ দান করিয়া সাহায্য করুন। এই বিপণীর প্রতি ছোটরা বিশেষ আগ্রহী। গৃহে প্রস্তুত খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য দান করিতে চাহিলে সানন্দে গ্রহণ করা হইবে। কে কি খাদ্যদ্রব্য দান করিবেন তাহা ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জানাইলে আমাদের কার্যের সুবিধা হইবে।

এই বৎসব আনন্দ-মেলার ৬১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শুভানুধ্যায়ী/সদস্য-সমাবেশের প্রত্যাশা করি। আন্তরিক অনুরোধ, আপনারা সকলে সপরিবারে ও সবান্ধবে এই আনন্দ-মেলায় যোগদান করিয়া নির্মল আনন্দলাভ করিবেন ও আমাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবেন। আপনাদের সকলের উপস্থিতি এই আনন্দ-দায়ক অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। সংগৃহীত অর্থ সমাজের বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হইবে।

৪। প্রীতিভোজ ঃ

প্রতি বৎসরের ন্যায় যথারীতি দিনব্যাপী উৎসবের দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনাদির শেষে সকলে মিলিয়া প্রেমান্ন গ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ব্যতীত, যুব-উৎসব, বালক-বালিকা সম্মেলন ও শান্তিবাচনে যথারীতি মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা থাকিবে।

৫। উৎসবের চাঁদা ঃ

প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ব্যয়ভার এবং সর্বস্তরে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জন্য উৎসব পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎসবের এই বিপুল ব্যয়ভার আপনাদের মুক্তহস্ত দানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের বিনীত অনুরোধ এই জন্যে প্রয়োজনীয় চাউল, সব্জি, মসলা, তেল-ঘী ইত্যাদির মূল্য এবং অনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য সাধ্যমত দান করুন। উৎসবে আপনার দেয় চাঁদা/দান বিগত বৎসরের তুলনায় যথাযোগ্য বৃদ্ধি করিলে বাধিত হইব।

এই মাঘোৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সফল করিবার জন্য সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতা, সাহায্য ও সবান্ধব যোগদান কামনা করি। অনুষ্ঠানগুলিতে সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া উৎসবকে প্রাণবন্ত এবং আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী ও সংগঠকদের উৎসাহিত করুন, এই প্রার্থনা জানাই।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.
Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.